Bangladesh Reality Check 2009

নীতিপত্র - শিক্ষা

সিডা'র পাঁচ বৎসর মেয়াদী বাস্তবতা যাচাই এর উদ্দেশ্য হল চলমান সেক্টর সংস্কার কার্যক্রমকে আরও জোরদার বা গতিশীল করা যা'তে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগনের জীবনমান উন্নত হয়। '*শুনা পদ্ধতি*' ব্যবহার করে নয়টি এলাকার সাতাশটি (২৭) পরিবারে ক্রমাগত চার দিন-রাত সংক্ষিপ্ত অথচ নিবিড় পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে জনগনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তনসমূহ বাৎসরিক প্রতিবেদনে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় [১]।

শিক্ষা বিষয়ে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান তথ্য/ ফলাফল সমুহঃ

- নিম্ন আয়ের পরিবার সমুহ শিক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে দেখে থাকে। বেশীর ভাগ পরিবারই তাদের নিজ নিজ শিশুদের স্কুলে পাঠানোর জন্য সচেষ্টা থাকে। ব্যক্তি উদ্যোগ এবং এনজিও এর মাধ্যমে পরিচালিত স্বল্প বেতনের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমাগতবৃদ্ধিতে এই ব্যাপক চাহিদা প্রতিফলিত হয়।

- পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার প্রবর্তন একটি ইতিবাচক উদ্যোগ, যা সকল ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুহকে তাদের নিজ নিজ ছাত্র/ছাত্রীদের তৈরী করা এবং তাদের অবস্থান মূল্যায়ন এর সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

- শিক্ষকগণ বলেন যে, ছাত্র/ছাত্রীদের স্কুল থেকে অধিকহারে ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হলো পরিবারের অর্থনৈতিক সামর্থের অভাব, কিন্তু অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত অনুযায়ী ঝড়েপড়ার প্রধান কারন হল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র/ ছাত্রী বিশেষ করে ছাত্রদের আগ্রহকে গুরুত্ব দেয়না।

- এনজিও পরিচালিত স্কুলগুলো শিশুদের আকর্ষণ করতে পারে কারণ এরা মুক্ত আলোচনা এবং বন্ধুত্ব পূর্ণ আচরণকে শিক্ষা প্রদানের কৌশল হিসাবে ব্যবহার করে থাকে, কিন্ত সরকারী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকদের মাঝে এ বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

- স্থানীয় পর্যায়ে জনসেবামূলক কার্যক্রম ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে যা জনসেবামূলক কার্যক্রম এর পাশাপাশি লাভজনক কার্যক্রম হিসাবেও পরিচালিত হচ্ছে । ফলে শিশুদের বিকল্প বিদ্যালয় বাছাই করা ও লেখা-পড়া করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

- শিক্ষার জন্য সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি প্রদান ধীরে ধীরে কমে আসছে, এর কারণ হিসাবে বিভিন্ন পর্যায়ে মত বিরোধ, অপর্যাপ্ত বৃত্তি এবং বৃত্তি প্রদান বা গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে খাদ্য কর্মসূচী অধিকতর শ্রেয় বলে মনে করা হচ্ছে।

- শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি মিশ্র ফলাফল এনে থাকে। কোন কোন শিক্ষকের মতে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযোজনীয় দক্ষতা অর্জন করা যায়, আবার অনেক শিক্ষক তা মনে করেন না। তাদের মতে এই প্রশিক্ষনের মাধ্যমে একজন সুপারভাইজারের/ সিনিয়র শিক্ষকের সাথে কিভাবে সুসম্পর্ক তৈরী করতে হয়

[১] বাংলাদেশ বাস্তবতা যাচাই প্রতিবেদন - ২০০৯ এ আরো বিস্তারিত পাওয়া যেতে পারে। এই http://www.sida.se

তার দক্ষতা অর্জন করতে পারে । প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষকের দীর্ঘ দিন অনুপস্থিতি স্কুলে শিক্ষক সংকট তৈরী করে ।

- কর্তৃপক্ষের অনুরোধে শিক্ষকদের শিক্ষা বর্হিভূত কার্যক্রমে (আদমশুমারী) অংশগ্রহণ শিক্ষা প্রদানের সময় নষ্ট করে থাকে ।

- স্কুল পর্যায়ে উন্নয়নসাধন পরিকল্পনা কমিটি সমুহ মূলত অকার্যকর (সচেতনতার অভাব অথবা রাজনীতিকরণের কারণে) তবে এর ব্যতিক্রম আছে, যেখানে কার্যকর প্রধানশিক্ষক আছেন । তাছাড়া এর ফলে জনসেবায় আগ্রহী ব্যক্তিগন নিরুৎসাহিত হয় ।

- অভিভাবকগণ শিক্ষক/ কর্তপক্ষকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকেন বা যৌথ অভিভাবক-শিক্ষক সভায় অংশগ্রহন করতে অনিচ্ছুক । শিক্ষকগন মনে করেন নীতিসম্পর্কিত বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করা বা তাদের মতামত নেওয়া হয় না ।

সুপারিশমালা:

- বৃত্তি বা ভাতা কার্যক্রম বিষয়ে নতুন ভাবে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং এর পাশাপাশি বিকল্প কর্মপন্থা নির্ধারণ করা দরকার যা অধিক ন্যায় সংগত এবং অধিকতর নিয়ন্ত্রণযোগ্য ।

- শিক্ষকদের কাজের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন শিক্ষাদানের কর্মঘন্টায় কোন ক্ষতি বা সময়ের অপচয় না হয় ।

- ছাত্রদের জন্য নতুন বিকল্প পন্থা সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা শিক্ষা কার্যক্রমে অধিকভাবে মনোযোগী হতে পারে এবং পাঠগ্রহন অধিকতর আনন্দময় ও তাদের উপযোগী বলে মনে করতে পারে ।